তারিখ ... 29 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...১... .....

দৈনিক
আমাদের সময়

■ বন্যায় ৩৫৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

পাঠদান অব্যাহত রাখতে বিকল্প ব্যবস্থা নিন

প্রতিবছরের মতো এবারও পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও ধরলাসহ বিভিন্ন নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। দেখা দিয়েছে নদীভাঙন। বাঁধ ভেঙে পানি ঢুকছে লোকালয়ে। বসতবাড়ি বিলীন হচ্ছে নদীগর্ভে। পানিবন্দি মানুষ দুর্বিষহ দিন কাটাচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় কুড়িগ্রাম ও বগুড়ার ৩৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ রাখা হয়েছে। ফলে শিক্ষাকার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, যা কারো কাম্য নয়।

বর্ষা এলেই বন্যায় অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হবে, ঘটবে ফসলহানি, নদীভাঙনের কারণে হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে, এ যেন বাংলাদেশের অবধারিত চিত্র। কিন্তু কোনো প্রতিকার নেই। কোনো বছরই প্রতিকারে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। কোথাও বন্যা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক ত্রাণ পৌঁছে না। আবার বন্যার পর উল্লেখযোগ্য পুনর্বাসন উদ্যোগও দেখা যায় না। অথচ বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির অভাবে কষ্ট পাচ্ছে বন্যাকবলিত এলাকার মানুষ। বন্যাকবলিত এলাকার খাবারের অভাব মিটাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশাসনকে এ ব্যাপারে যেমন হাত বাড়াতে হবে, তেমনি এলাকার সম্পন্ন মানুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে। নদ-নদীর পানি ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে বন্যা সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। তবে এ সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পর্যাপ্ত ত্রাণ, বিশুদ্ধ পানি ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ। সে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রশাসনসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও স্বাস্থ্যসেবা দানকারী এনজিওগুলোকে প্রস্তুতি নিতে হবে। বন্যা উত্তর সময়ে বিশেষ কৃষিঋণ সহায়তা, ভাঙনের শিকার পরিবারগুলোর পুনর্বাসনসহ শিক্ষার্থীদের পাঠদান অব্যাহত রাখতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া বন্যা প্রতিরোধে সরকার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করবে, এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা।